প্রথম অধ্যায়

⏭ আকাইদ

শিক্ষার্থীরা যা জানবে–

- আকাইদ
- তাওহিদের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা
- কালিমা তায়্যিবা ও কালিমা শাহাদাতের অর্থ ও তাৎপর্য
- ইমান মুজমালের অর্থ ও তাৎপর্য
- আল্লাহর কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ
- রিসালাতের পরিচয় ও গুরুত্ব
- আখিরাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

ভূমিকা

আলরাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। আলরাহ তা'য়ালার প্রতি এরূ প বিশ্বাসই হলো তাওহিদ। আর ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসই 'আকাইদ'। যেমন : আলরাহ, নবি–রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তকদির ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর নৈতিকতা হলো নীতির অনুশীলন। আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতার শিৰা দেয়।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কালিমা তায়্যিবা অর্থ হলো —।
২. কালিমা শাহাদাত ইমানের অন্যতম — বাক্য।
৩. ইমান মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত — ।
৪. আল্লাহ তা'য়ালা সকল গুণের — ।
৫. ইসলামি আকিদায় তাওহিদের পরই — স্থান।

উত্তর : ১. পবিত্র বাক্য; ২. প্রধান; ৩. বিশ্বাস; ৪. আধার; ৫. রিসালাতের।

■ বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. কালিমা তায়্যিবা	বলা হয় রাসুল
২. আলাহর গুণবাচক নাম আলাহর	নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন
৩. রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে	ইমানের মূল ভিত্তি
৪. আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে অনেক	শ্রেষ্ঠ সন্তান
৫. নবি–রাসুলগণ ছিলেন মানবজাতির	পরিচয় প্রকাশ করে

উত্তর :

১. কালিমা তায়্যিবা **ইমানের মূল ভিত্তি**।
২. আলাহর গুণবাচক নাম আলাহর **পরিচয় প্রকাশ করে**।
৩. রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে **বলা হয় রাসুল**।
৪. আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে অনেক **নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন**।
৫. নবি–রাসুলগণ ছিলেন মানবজাতির **শ্রেষ্ঠ সন্তান**।

■ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : ইমান আরবি শব্দ। এর অর্থ–বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের যাবতীয় বিধি ও বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ আল্লাহর গুণবাচক নাম 'কারিমুন' এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ।

উত্তর : আলরাহর অন্যতম গুণবাচক নাম কারিমুন। কারিম আরবি শব্দ। এর অর্থ দয়াময়, মহানুভব, উদার ইত্যাদি। আলাহ তা'য়ালা অতীব মহান, করুণাময়। উদারতা, দয়া, মায়া, স্নেহ, সহনশীলতা, ঔদার্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণাবলি পরিপূর্ণভাবে যে সত্তায় বিদ্যমান তাকেই বলা হয় কারিম। আলাহ অসীম তাই তাঁর মায়া, ক্ষমা, সহনশীলতা ইত্যাদি সীমাহীন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ হাশর বলতে কী বুঝ?

উত্তর : হাশর শব্দের অর্থ–সমাবেশ, ভিড়, চাপ ইত্যাদি। কিয়ামতের পর একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা বিদ্যমান থাকবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সমস্ত প্রাণীকে জীবিত করবেন। তাঁর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.) দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। ফলে সব প্রাণী আবার জীবিত হবে। একে বলা হয় পুনরুত্থান। এ সময় একজন ফেরেশতা সবাইকে আহ্বান করবেন। ফলে সকলে একটি বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। একে বলা হয় হাশর। আলরাহ তা'য়ালা হাশরে সকলের পাপ–পুণ্যের হিসাব নেবেন।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ॥ রিসালাতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : রিসালাত : রিসালাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ বার্তা, খবর, চিঠি বা সংবাদ বহন। রাসুলগণ যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় রিসালাত।

রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা :

১. নবি–রাসুলগণ মানুষকে আলরাহপাকের পরিচয় জানিয়েছেন।
২. তাঁরা আমাদের আলরাহ তা'য়ালার সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করতেন।
৩. ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায় ইত্যাদির পার্থক্য নবি–রাসুলগণই শিক্ষা দিতেন।
৪. তাঁরা মানুষকে উন্নত ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিতেন।

৫. তাঁরা জান্নাতে যাওয়ার পথ নির্দেশ প্রদান করতেন। কীভাবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা যায় সে শিক্ষা দিতেন।
৬. তাঁরা মানুষের নিকট আসমানি কিতাবসমূহ পৌঁছে দিতেন।
৭. হাতে-কলমে মানুষকে আলরাহ তা'য়ালার বিধান শিক্ষা দিতেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'আখিরাতে বিশ্বাস নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটায়' – ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পরই আখিরাতে বিশ্বাস আকাইদের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ ইমানদার হতে পারে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে চরিত্রবান ও সৎকর্মশীল করে তোলে। কেননা, যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে জানে, পরকালে তাকে আলরাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে সে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। বস্তুত আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো পাপাচার ও অশরীল কাজে লিপ্ত হতে পারে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনকে দায়িত্বশীল, কলুষমুক্ত, পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে। সুতরাং বলা যায়, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করে এবং এ বিশ্বাস নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ নৈতিকতা উন্নয়নে আকাইদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : নৈতিকতা ও নীতির অনুসরণ মানবজীবনের গুরবত্বপূর্ণ সম্পদ। আর নৈতিকতা উন্নয়নে আকাইদের গুরবত্ব অপরিসীম। আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি আকাইদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে সবসময় নীতি ও উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে। অন্যায়-অত্যাচার, অশরীলতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে। সে কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সে সচেষ্ট হয়। তাই বলা যায় নৈতিকতা উন্নয়নে আকাইদের গুরুত্ব অপরিসীম।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'আকিদাহ' (اَلْعَقِيْدَةُ) শব্দের অর্থ কী?
ক একত্ববাদ খ বিশ্বাসমালা ● বিশ্বাস ঘ পবিত্র

২. নৈতিকতা বলতে বোঝায়–
i. কর্মে উত্তম রীতিনীতির অনুশীলন করা
ii. পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়া
iii. খারাপ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii ● i, iii গ ii, iii ঘ i, ii, iii

৩. কালিমা তায়্যিবা অর্থ কী?
ক পুণ্যবাক্য খ পূর্ণবাক্য
● পবিত্র বাক্য ঘ পরিচ্ছন্ন বাক্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আরিফ ও জিয়াদ একই বিদ্যালয়ে পড়ে। আরিফ বলল, মানুষের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবি-রাসুলের প্রয়োজন নাই। জিয়াদ বলল, নবি-রাসুলগণই আমাদেরকে আল্লাহ ও রাসুলের পরিচয় জানিয়েছেন।

৪. আরিফের মধ্যে কোন বিশ্বাসের অভাব রয়েছে?
ক আখিরাতের খ হাশরের ● রিসালাতের ঘ মিযানের

৫. আরিফের বক্তব্যে তার কী নষ্ট হবে?
ক আমল ● ইমান গ সুনাম ঘ প্রভাব

৬. জিয়াদের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে, সে একজন–
i. মুমিন
ii. মুসলিম
ii. আবেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i, ii খ ii গ i, iii ঘ ii, iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ আখিরাতে বিশ্বাস

মুয়িদ কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশি শাড়ি আমদানির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তার ছোট ভাই নাজির সরকারি অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের অনেক পথ খোলা থাকলেও তিনি তা কখনো গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেন দুনিয়ার সুখশান্তি ক্ষণস্থায়ী।

ক. কিয়ামত শব্দের অর্থ কী?
খ. 'হাশর' বলতে কী বোঝায়?
গ. মুয়িদের কর্মকাণ্ডে কোন বিশ্বাসের অভাব রয়েছে? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. নাজির সাহেবের কর্মকাণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিয়ামত শব্দের অর্থ মহাপ্রলয়।

খ হাশর অর্থ সমাবেশ, ভিড়, চাপ ইত্যাদি। কিয়ামতের পর বহুকাল একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা বিদ্যমান থাকবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সব প্রাণীকে জীবিত করবেন। তাঁর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.) দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। ফলে সকল প্রাণী পুনরায় জীবিত হবে। সকলে একটি বিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে। একে বলা হয় হাশর।

গ উদ্দীপকের মুয়িদের কর্মকাণ্ডে আখিরাতে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। মূলত মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনই হলো আখিরাত। মানুষ দুনিয়াতে যে সকল কাজ করবে তার প্রতিদান দেওয়া হবে আখিরাতে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে চিরশান্তির স্থান জান্নাত লাভ হবে। আর দুনিয়াতে পাপ কাজ করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে হবে। উদ্দীপকের মুয়িদ কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশি শাড়ি আমদানির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে, যা আখিরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড। কেননা রাষ্ট্রের কর ফাঁকি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায়। এজন্য সে আলরাহর নিকট গুনাহগার হবে। আলরার নিকট জবাবদিহির ভয় থাকলে সে কখনো এ ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারত না। তাই বলা যায়, মুয়িদের মধ্যে আখিরাতে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নাজির সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখিরাতে বিশ্বাস লৰ করা যায়, যার তাৎপর্য অপরিসীম। তাওহিদ এবং রিসালাতে বিশ্বাসের পরেই আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ ইমানদার হতে পারবে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে চরিত্রবান ও সৎকর্মশীল করে তোলে। আখিরাতে দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে সে পুরস্কার হিসেবে চিরশান্তির স্থান জান্নাত লাভ করবে। আর যে দুনিয়াতে পাপ কাজ করবে তার স্থান হবে কঠিন শাস্তিময় স্থান জাহান্নামে। উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, নাজির সাহেব সরকারি অফিসে গুরবত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের পথ খোলা থাকলেও তিনি তা কখনো করেননি। তিনি মনে করেন, দুনিয়ার সুখশান্তি ৰণস্থায়ী। এতে বোঝা যায়, নাজির সাহেব একজন আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি।

প্রশ্ন– ২ তাওহিদ

রাশেদ ও খালেদ সহপাঠী। হেমন্তের শেষে তারা কক্সবাজার ও সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিল। সেখানকার পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণাধারা, গাছগাছালি ও সমুদ্র তীরের মনোরম দৃশ্যাবলি দেখে মুগ্ধ হয়ে রাশেদ বলল, কী চমৎকার মহান আল্লাহর সৃষ্টি! কিন্তু খালেদ দ্বিমত পোষণ করে বলল, এসব কিছু প্রকৃতির সৃষ্টি। এসবের মাঝে

সৃষ্টিকর্তার অবদান আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

ক. কালিমা তায়্যিবার কয়টি অংশ?
খ. তাওহিদে বিশ্বাস প্রয়োজন কেন?
গ. রাশেদের মন্তব্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ঘ. খালেদের মতামতের পরিণাম পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কালিমা তায়্যিবার দু'টি অংশ।

খ মহান আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ লাভের জন্য তাওহিদে বিশ্বাস প্রয়োজন। তাওহিদ বা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস আকাইদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করে। এজন্য আমাদের তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

গ উদ্দীপকে রাশেদের মন্তব্যে তাওহিদ বা আলরাহর একত্ববাদ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা আমাদের চারপাশে নানারকম জিনিস দেখতে পাই। সুন্দর সুন্দর ফুলফল, গাছপালা, তরুলতা, পশু-পাখি ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি। আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এমন অনেক বস্তু এবং প্রাণীও রয়েছে। এগুলো সবই মহান আলরাহর সৃষ্টি। তিনি এগুলোকে আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। উদ্দীপকে হেমন্তের শেষে কক্সবাজার ও সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণাধারা, গাছগাছালি ও সমুদ্র তীরের মনোরম দৃশ্য দেখে রাশেদ বলেছে, কী চমৎকার মহান আলরাহর সৃষ্টি! মূলত এর মাধ্যমে মহান আলরাহর একত্ববাদের প্রতি তার বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে খালেদের মতামতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আলাহর সৃষ্টিকে অস্বীকার করা মানে হচ্ছে তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাস করা। কেউ যদি মহান আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্টিকে অস্বীকার করে তবে সে মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। আর এই কাফিরদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে আখিরাতে। উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, রাশেদ ও খালেদ হেমন্তের শেষে কক্সবাজার ও সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিল। সেখানকার পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণাধারা, গাছগাছালি ও সমুদ্র তীরের দৃশ্য দেখে রাশেদ বলল, কী চমৎকার আল্লাহর সৃষ্টি! কিন্তু খালেদ দ্বিমত পোষণ করে বলল, এসব কিছু প্রকৃতির সৃষ্টি। এসবের মাঝে সৃষ্টিকর্তার অবদান আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। খালেদের এ ধরনের মতামতের দ্বারা অকৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে যা তাওহিদে বিশ্বাসের পরিপন্থী। সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাসের পরিপন্থী মতামত প্রকাশের জন্য উদ্দীপকের খালেদের পরিণতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে- সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিরার্থীদের পরীরা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১ : তাওহিদ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. আকাইদ শব্দের একবচন কী? (জ্ঞান)
● আকিদাহ ⓚ উকদ ⓖ আশদুন ⓘ আকদুন

২. তাওহিদ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ⓚ ইহকাল ⓚ বার্তা ● একত্ববাদ ⓘ বিশ্বাস

৩. আল্লাহ 'হও' বলার সাথে সাথে কী হয়ে যায়? [খুলনা জিলা স্কুল]
● সবকিছু সৃষ্টি হয় ⓚ সবকিছু ধ্বংস হয়
ⓖ সবকিছু চুপ হয়ে যায় ⓘ বিশ্বাস দ্বিধায় পড়ে

৪. তাওহিদ কোন ভাষার শব্দ? (জ্ঞান)
ⓚ বাংলা ● আরবি ⓖ ইংরেজি ⓘ ফারসি

৫. কে মূর্তিপূজা করত? (জ্ঞান)
ⓚ ফিরআউন ⓚ বাদশাহ
ⓖ শয়তান ● নমরূ দ

৬. হযরত ইবরাহিম (আ.) কে ছিলেন? [কুমিলরা জিলা স্কুল]
● নবি ⓚ বিজ্ঞানী ⓖ সংস্কারক ⓘ সাহাবি

৭. আমরা অনুসরণ করব কার? (জ্ঞান)
ⓚ মূর্তির ⓚ ফেরেশতার ● নবির ⓘ জিনের

৮. লা-শরিক অর্থ কী? (জ্ঞান)
● তাঁর শরিক নেই ⓚ তাঁর ইচ্ছা নেই
ⓖ তাঁর ভয় নেই ⓘ তাঁর মৃত্যু নেই

৯. হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর পিতা কী ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ সাহাবি ⓚ রাজা ● মন্দিরের পুরোহিত ⓘ নবি

১০. তাওহিদ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ⓚ নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস ● আলরাহর একত্ববাদে বিশ্বাস
ⓖ আখিরাতে প্রতি বিশ্বাস ⓘ ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস

১১. বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ ইবাদত পাওয়ার জন্য ⓚ মানুষের ব্যবহারের জন্য
● মানুষের কল্যাণের জন্য ⓘ মানুষের ভোগের জন্য

১২. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। এ কথা দ্বারা কোনটি বোঝায়? [নোয়াখালি জিলা স্কুল]
ⓚ আকাইদ ● তাওহিদ
ⓖ আখিরাত ⓘ ইমান

১৩. ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি কী? (জ্ঞান)
● তাওহিদ ⓚ রিসালাত
ⓖ আখিরাত ⓘ সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস

১৪. তাওহিদে বিশ্বাসের ফলাফল কী? (উচ্চতর দরতা)
● কল্যাণ ⓚ দুঃখ ⓖ বিলাসিতা ⓘ বিশ্বাস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. আল্লাহর পরিচয় হলো- (অনুধাবন)
i. তিনি চিরস্থায়ী ii. তিনি চিরঞ্জীব
iii. তিনি রণস্থায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৬. তাওহিদে বিশ্বাস করা প্রয়োজন- [যশোর জিলা স্কুল]
i. তাওহিদে বিশ্বাস না করলে মুমিন হওয়া যায় না

ii. তাওহিদে অবিশ্বাস কুফর
iii. বিশ্বাস করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফুয়াদ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সে আল্লাহকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। সে আরও বিশ্বাস করে, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, ফুল, ফল, নদী, পৃথিবী সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।

১৭. ফুয়াদের এরূপ বিশ্বাসে কীসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ রিসালতের ⓑ ইবাদতের ● তাওহিদের ⓘ সালাতের

১৮. এরূপ বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ফলে সে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দুনিয়াতে কল্যাণ লাভ করবে
ii. দুনিয়াতে ধন-সম্পদ লাভ করবে
iii. আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-২ : কালিমা তায়্যিবা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯. মক্কা নগরীতে ইসলাম প্রচার করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ হযরত ইবরাহিম (আ.) ● হযরত মুহাম্মদ (স.)
ⓖ হযরত আদম (আ.) ⓘ হযরত ঈসা (আ.)

২০. কোনটি ইমানের মূলভিত্তি? (অনুধাবন)
● কালিমা তায়্যিবা ⓑ হাদিস
ⓖ সূরা ⓘ বিশ্বাস

২১. কালিমা তায়্যিবার কয়টি অংশ? (জ্ঞান)
● ২ ⓑ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

২২. ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরবের লোকেরা কী করত? (জ্ঞান)
ⓚ আল্লাহর উপাসনা ● মূর্তিপূজা
ⓖ গাছের পূজা ⓘ সূর্যের পূজা

২৩. আমরা কাদের কাছ থেকে আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারি? (জ্ঞান)
● নবি ও রাসুল ⓑ নবত্র ⓖ ফেরেশতা ⓘ জিন

২৪. ইসলামে প্রবেশ করতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম স্বীকার করতে হবে– [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ⓚ নামায ⓑ রোযা
● কালিমা তায়্যিবা ⓘ যাকাত

২৫. আমরা কার ইবাদত করব? (জ্ঞান)
● আল্লাহর ⓑ নবির ⓖ রাসবলের ⓘ বান্দার

২৬. আমাদের মনে-প্রাণে কী বিশ্বাস করা উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বই-পুস্তক ⓑ দর্শন ● কালিমা ⓘ বিজ্ঞান

২৭. তাওহিদে বিশ্বাস প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
● মুমিন হওয়ার জন্য ⓑ ফল লাভের জন্য
ⓖ গভীর জ্ঞানের জন্য ⓘ সম্পদ লাভের জন্য

২৮. কালিমা তায়্যিবার প্রথম অংশ দ্বারা কোনটি প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ রিসালাত ● তাওহিদ ⓖ আখিরাত ⓘ ইবাদত

২৯. কালিমা তায়্যিবার দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কী প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ তাওহিদ ⓑ আকাইদ ● রিসালাত ⓘ আখিরাত

৩০. ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার শিক্ষা আমাদের কে দিয়েছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ পীর ● নবি ও রাসুল ⓖ ফেরেশতা ⓘ জিন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১. কালিমার মূল ভিত্তিগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. বিশ্বাস ii. ইমান iii. তাওহিদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা বোঝায়– (অনুধাবন)
i. আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই
ii. আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নেই
iii. আলাহ রাসুলের বন্ধু
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓑ ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শফিক ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে হুজুরের নিকট থেকে একটি কালিমা শিখেছে। যার অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আলাহর রাসুল।

৩৩. অনুচ্ছেদের কালিমা দ্বারা কোন কালিমাকে বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
● কালিমা তায়্যিবা ⓑ কালিমা তামজিদ
ⓖ কালিমা শাহাদাত ⓘ কালিমা তাওহিদ

৩৪. উক্ত কালিমা হলো– (অনুধাবন)
i. ইমানের মূলভিত্তি ii. সাব্যদানের বাক্য
iii. পবিত্র বাক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ : কালিমা শাহাদাত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. কালিমা শাহাদাত অর্থ কী? (জ্ঞান)
ⓚ একত্ববাদ ⓑ পবিত্র বাক্য
● সাক্ষ্য দানের বাক্য ⓘ বার্তা

৩৬. আমাদের রিযিক দেন কে? (জ্ঞান)
● আলাহ ⓑ নবি ও রাসুল ⓖ বান্দা ⓘ ফেরেশতা

৩৭. কে সত্তা ও গুণাবলিতে একক? (জ্ঞান)
● আলাহ ⓑ নবি ⓖ জিন ⓘ বান্দা

৩৮. কে আল্লাহর বাণী আমাদের নিকট পৌঁছান? (জ্ঞান)
ⓚ ফেরেশতা ⓑ বান্দা
ⓖ জিন ● হযরত মুহাম্মদ (স.)

৩৯. আল্লাহর প্রতি আমাদের কী প্রকাশ করা উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ আশা ⓑ আকাঙ্খা ● কৃতজ্ঞতা ⓘ ভয়

৪০. সত্য কথা ও সত্য কাজ করলে আমরা কোথায় যাব? (জ্ঞান)
ⓚ জাহান্নাম ⓑ দুনিয়ায় ● জান্নাত ⓘ বিদেশে

৪১. জান্নাতে যাওয়ার দিকনির্দেশনা দেন কে? (জ্ঞান)
● নবি ও রাসুলগণ ⓑ কবি ও সাহিত্যিকগণ
ⓖ ফেরেশতাগণ ⓘ বান্দাগণ

৪২. কালিমা শাহাদাতের কয়টি অংশ? (জ্ঞান)
● ২ ⓑ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

৪৩. কোনো শরিক নেই কার? (জ্ঞান)
ⓚ নবি-রাসুলের ● আলাহর ⓖ বান্দার ⓘ জিনের

৪৪. কালিমা শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশে মুহাম্মদ (স.) কে রাসুল হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা কীসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়? (প্রয়োগ)

ক তাওহিদের ● রিসালাতের গ ইমানের ঘ ইসলামের

৪৫. কালিমা শাহাদাতে আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ কীসের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে? (প্রয়োগ)
ক নিজ আমলের ● নিজ ইমানের
গ নিজ মর্যাদার ঘ নিজ আকিদার

৪৬. আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নানারূপ নেয়ামত দান করেছেন। এজন্য আমাদের কর্তব্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কুরবানি করা খ মিলাদ মাহফিল করা
● কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ঘ সালাত আদায় করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. নবি-রাসুলগণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ii. আলরাহর পরিচয়
iii. ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮. কালিমা শাহাদাত দ্বারা আমরা প্রমাণ দিতে পারি— (অনুধাবন)
i. আলরাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার
ii. রাসুল (স.)-এর প্রতি বিশ্বাসের
iii. পৃথিবী সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিনা ও মিতা দুই বান্ধবী। তারা দুজনেই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। একদিন মিনা মিতাকে একটি কালিমার অর্থ বলতে গিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

৪৯. মিনা কোন কালিমার অর্থ প্রকাশ করেছে? (প্রয়োগ)
ক কালিমা তায়্যিবা ● কালিমা শাহাদাত
গ কালিমা তামজিদ ঘ ইমান মুজমাল

৫০. অনুচ্ছেদে আলোচিত কালিমার বিষয়ে মিনা ও মিতার করণীয় হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শুদ্ধভাবে এ কালিমা পাঠ করা
ii. এর মর্মার্থ অনুসারে আমল করা
iii. পিতামাতার সেবা-যত্ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৪ : ইমান মুজমাল ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. কার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে? (জ্ঞান)
● আলাহর খ নবির গ ফেরেশতার ঘ রাসুলের

৫২. মুজমাল অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক বিশ্বাস খ জ্ঞান ● সংক্ষিপ্ত ঘ বার্তা

৫৩. ইমান মুজমাল অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক প্রজ্ঞাময় ● সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস
গ পরকাল ঘ সংবাদ বহন

৫৪. কোনো কিছুই কার তুল্য নেই? (জ্ঞান)
ক ফেরেশতার খ নবির ● আলাহর ঘ মানুষের

৫৫. আল্লাহ নানা আইনকানুন প্রদান করেছেন কেন? (অনুধাবন)
ক মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য
খ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য
● মানুষের কল্যাণের জন্য
ঘ মানুষকে আইন সম্পর্কে জানানোর জন্য

৫৬. ইমান মুজমাল দ্বারা আল্লাহর সিফাত, নাম ও আহকাম বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা কীসের প্রকাশ করা হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মুহাম্মদ (স.)-এর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হওয়া
● আলরাহ তা'য়ালার কর্তৃত্ব ও বিধান
গ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাত শ্রেষ্ঠ হওয়া
ঘ হক ও বাতিলের পার্থক্য

৫৭. সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ও কুরবানি যথাসময়ে করতে হয়। এগুলো কী? (প্রয়োগ)
ক যিকির করা খ নিয়মকানুন
● আলরাহর বিধিবিধান ঘ প্রতিবেশীর হক

৫৮. আল্লাহ সকল গুণের অধিকারী। এ গুণের প্রতি আমাদের কী করা উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
● বিশ্বাস খ ভঙ্গ গ অবিশ্বাস ঘ উপহাস

৫৯. আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য দুনিয়ায় যাঁদের পাঠিয়েছেন তাঁরা সবাই মহামানব। তারা কে? (প্রয়োগ)
● নবি-রাসুল খ ফেরেশতা গ পশুপাখি ঘ জিন

৬০. ইমান মুজমাল কীভাবে পড়া উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বিশ্বাসী হয়ে খ ধীরে ধীরে ● শুদ্ধভাবে ঘ বুঝে বুঝে

৬১. আল্লাহ তা'য়ালা যেসব কাজ নিষেধ করেছেন তা আমাদের বর্জন করতে হবে। এর ফলে আমরা আখিরাতে কী পাব? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক আরাফ ● জান্নাত গ জাহান্নাম ঘ শান্তি

৬২. আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান মানুষকে সফলতা ও মুক্তি দান করে। এর ফলে মনে কী লাগে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অসুখ খ দুঃখ
● শান্তি ঘ আনন্দ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩. আমরা যেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস আনব— (প্রয়োগ)
i. আলাহ ii. নবি-রাসুল
iii. রাজা-বাদশাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৪. আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান মানুষকে— (অনুধাবন)
i. সফলতা দান করে ii. নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে ফেলে
iii. মুক্তিদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৫. ইমান মুজমালের মর্মার্থ হলো— (অনুধাবন)
i. আলরাহর প্রতি বিশ্বাস করা ii. আলরাহর আনুগত্য স্বীকার করা
iii. ফেরেশতাদের আনুগত্য স্বীকার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ষষ্ঠ শ্রেণিতে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ক্লাসে শিক্ষক বলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল গুণের অধিকারী। সুতরাং আমাদের আল্লাহর গুণাবলিকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

৬৬. শিক্ষকের বক্তব্যে কোন কালিমার অর্থ ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক ইমান মুফাস্সাল ● ইমান মুজমাল

গ) ইমান বিলরাহ ঘ) ইমান বির-রবসুল

৬৭. উক্ত কালিমার বিধি-বিধান মেনে চলার ফলে – (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দুনিয়ায় শান্তি পাওয়া যাবে
ii. প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করা যাবে
iii. আখিরাতে শান্তি পাওয়া যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

➲ পাঠ-৫ : আল-আসমাউল হুসনা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৮. আসমাউল হুসনা কী শব্দ? (জ্ঞান)
ক) ফারসি ● আরবি গ) বাংলা ঘ) ইংরেজি

৬৯. হাকিম শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
● প্রজ্ঞাময় খ) সংবাদ গ) অধিকারী ঘ) দয়াময়

৭০. মালিক অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক) দয়াময় খ) সুন্দর নাম ● অধিকারী ঘ) মহানুভব

৭১. আলিম শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক) প্রজ্ঞাময় খ) দয়াময় ● সর্বজ্ঞ ঘ) অধিকারী

৭২. আল্লাহর কয়টি গুণবাচক নাম রয়েছে? (জ্ঞান)
ক) ৯৭ খ) ৯৮ ● ৯৯ ঘ) ১০০

৭৩. আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোকে একত্রে কী বলে? (জ্ঞান)
ক) ইমান মুজমাল ● আসমাউল হুসনা
গ) তাওহিদ ঘ) রিসালাত

৭৪. আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন কারা? (জ্ঞান)
ক) সাথি খ) বান্দা ● নবি-রাসুল ঘ) পশুপাখি

৭৫. আসমাউল হুসনা বলতে কী বোঝায়? [এ.কে স্কুল এন্ড কলেজ, দনিয়া, ঢাকা]
ক) নবি-রাসুলগণ খ) সুন্দর পৃথিবী
● সুন্দর নামসমূহ ঘ) অধিকারী

৭৬. আমরা কাউকে ফাঁকি দিব না কেন? (অনুধাবন)
● কারণ আল্লাহ সব দেখেন খ) আব্বু-আম্মুর ভয়ে
গ) রাজনীতিবিদদের ভয়ে ঘ) শাস্তির ভয়ে

৭৭. হারুন খাঁটি ইমানদার হতে চায়। এক্ষেত্রে তার করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) আল্লাহর আদেশ শুনে রাখা খ) আল্লাহর আদেশ কর্ণপাত না করা
● আল্লাহর আদেশ মান্য করা ঘ) আল্লাহর আদেশ ব্যঙ্গ করা

৭৮. রহমান, রহিম, সাত্তার ইত্যাদি আল্লাহর গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলো দ্বারা কী প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)
ক) সুন্দর সুন্দর নাম ● আলরাহ তা'য়ালার পরিচয়
গ) মহানবি (স.)-এর পরিচয় ঘ) ফেরেশতাদের পরিচয়

৭৯. আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাকবে। এ সকল নামে ডাকতে হবে কেন? (প্রয়োগ)
● আলরাহর সন্তুষ্টির জন্য খ) ফেরেশতার সন্তুষ্টির জন্য
গ) বান্দার সন্তুষ্টির জন্য ঘ) জিনের সন্তুষ্টির জন্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮০. যাকিয়া আসমাউল হুসনা সম্পর্কে পড়েছে। এ থেকে সে জানতে পারবে– (প্রয়োগ)
i. আলরাহর পরিচয় ii. আলরাহর গুণাবলি
iii. নবি-রাসুলের পরিচয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮১. হাকিম শব্দের অর্থ দ্বারা বোঝায় মহান আল্লাহ– (অনুধাবন)
i. প্রজ্ঞাময় ii. সুদক্ষ iii. সুবিজ্ঞ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাসুদ ও মাসুম দুই বন্ধু, তারা আলরাহর গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে মাসুদ বলল, আল্লাহর গুণবাচক প্রায় ৯৯টি নাম রয়েছে। এসব নামে আমরা তাঁকে ডাকব। আর এসব গুণ আমরা অনুশীলন করব।

৮২. আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম কীসের অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)
ক) আলরাহর সত্তার খ) আলরাহর মহিমার
● আসমাউল হুসনার ঘ) আলরাহর ক্ষমতার

৮৩. আল্লাহর গুণাবলি অনুশীলনের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে
ii. আলরাহ ভালোবাসবেন
iii. আমাদের দরিদ্র্যতা দূরীভূত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

➲ পাঠ-৬ : রিসালাত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-০৯

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৪. রিসালাত অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক) নামায ● বার্তা গ) নবি-রাসুল ঘ) আগমন

৮৫. সর্বশেষ রাসুল কে? (জ্ঞান)
● হযরত মুহাম্মদ (স.) খ) হযরত আদম (আ.)
গ) হযরত মুসা (আ.) ঘ) হযরত ঈসা (আ.)

৮৬. আকাইদ শাস্ত্রে তাওহিদের পর কীসের স্থান? (জ্ঞান)
ক) নামাযের খ) কালিমার ● রিসালাতের ঘ) আখিরাতের

৮৭. সত্য দীন প্রচার করেন কারা? (জ্ঞান)
● নবি-রাসুল খ) বান্দা গ) ফেরেশতা ঘ) আলাহ

৮৮. যাদের ওপর কোনো কিতাব আসেনি কিন্তু ওহি আসত তাদেরকে কী বলে? (জ্ঞান)
● নবি খ) রাসুল গ) সাহাবি ঘ) ফেরেশতা

৮৯. নবি-রাসুলগণ কেমন ছিলেন? (জ্ঞান)
ক) অকৃতজ্ঞ খ) গুনাহগার গ) মুনাফিক ● নিষ্পাপ

৯০. নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানবজাতির শিক্ষক। তাঁরা বান্দাদের কীভাবে শিক্ষা দিতেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) কথা দিয়ে খ) ছবি দিয়ে ● হাতে-কলমে ঘ) যাদু দিয়ে

৯১. মনির তাওহিদে বিশ্বাস করে কিন্তু রিসালাতে বিশ্বাস করে না। তার এরূপ কাজ কীসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)
ক) তাওহিদের ● ইমানের গ) আখিরাতের ঘ) তাকদিরের

৯২. বাসির নবি-রাসুলগণকে নিষ্পাপ মনে করে না। তার এরূপ মনোভাব কীসের পর্যায়ে পড়ে? (প্রয়োগ)
ক) শিরকের খ) নিফাকের গ) যুলুমের ● কুফরের

৯৩. আমাদের সৎ পথের দিকনির্দেশনা কারা দিতেন? (জ্ঞান)
ক) আলাহ তা'য়ালা খ) ফেরেশতা
● নবি ও রাসুল ঘ) জিন

৯৪. রিসালাতে বিশ্বাস না করলে আমরা কী হতে পারব না? (জ্ঞান)
● ইমানদার খ) মুসাফির গ) নবি ঘ) বান্দা

৯৫. পৃথিবীতে আনুমানিক কতজন নবি-রাসুল এসেছেন? (জ্ঞান)
ক) এক লাখ খ) দুই লাখ
● এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার ঘ) তিন লাখ

৯৬. যাঁদের ওপর আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে তাঁদের কী বলা হয়? (জ্ঞান)

ক নবি ● রাসুল গ আলেম ঘ সাহাবি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৭. রিসালাত বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)
i. খবর প্রচার করা ii. সত্য কথা বলা
iii. চিঠি আদানপ্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৮. রাসুলগণ আমাদের জন্য ছিলেন— (অনুধাবন)
i. পথের দিশারী
ii. সত্যের উপস্থাপক
iii. সমৃদ্ধির দিশারী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একদা ফাহিমকে তার দাদু বললেন, আলরাহ তা'য়ালা নবি–রাসুলগণকে নানা দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে মহান আলরাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের শিৰা দিতেন।

৯৯. ফাহিমের দাদুর বক্তব্যে আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক তাওহিদ ● রিসালাত
গ আখিরাত ঘ তাকদির

১০০. দাদুর বক্তব্য থেকে শিক্ষা নিয়ে ফাহিমের কর্তব্য হলো— (উচ্চতর দৰতা)
i. সকল নবি–রাসুলকে বিশ্বাস করা
ii. তাঁদের আনিত বাণীকে সম্মান করা
iii. পূর্বের নবি–রাসুলগণকে অবিশ্বাস করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৭ : আখিরাত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০১. আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায় কোনটি? (জ্ঞান)
ক কবর ● কিয়ামত গ পুলসিরাত ঘ হাশর

১০২. আখিরাতের প্রথম পর্যায় কোনটি? (জ্ঞান)
ক জান্নাত খ কিয়ামত গ হাশর ● কবর

১০৩. দুনিয়ায় খারাপ কাজ করলে পরকালে কী পাওয়া যাবে? (জ্ঞান)
● জাহান্নাম খ জান্নাত গ সম্পত্তি ঘ টাকাপয়সা

১০৪. কিয়ামত অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক নদীনালা খ সৃষ্টি ● মহাপ্রলয় ঘ শুরু

১০৫. কবরে কয়জন ফেরেশতা আগমন করেন? (জ্ঞান)
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

১০৬. তাওহিদ ও রিসালাতের পর আমরা কোনটি বিশ্বাস করব? (জ্ঞান)
● আখিরাত খ জাহান্নাম গ জান্নাত ঘ কালিমা

১০৭. কিয়ামতের সময় শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন কে? (জ্ঞান)
ক হযরত মিকাইল (আ.) ● হযরত ইসরাফিল (আ.)
গ হযরত আযরাইল (আ.) ঘ হযরত জিবরাইল (আ.)

১০৮. মৃত্যুর পর মুসলমানদের কবরে রাখা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক আযাবের জন্য খ বেহেশতের জন্য
● সাওয়াল–জাওয়াবের জন্য ঘ আরামের জন্য

১০৯. আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ কী হতে পারে না? (জ্ঞান)
ক নামাযি খ নবি–রাসুল ● ইমানদার ঘ ফেরেশতা

১১০. হাশরের মাঠে মানুষের কর্মের সাক্ষ্য দেবে কে? (জ্ঞান)
● অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খ মানুষ
গ জিন ঘ শয়তান

১১১. আখিরাতকে অনন্তকালের জীবন বলা হয় কেন? [এ.কে স্কুল এন্ড কলেজ, দনিয়া, ঢাকা]
ক এ জীবনের শুরব আছে শেষও আছে
● এ জীবনের শুরব আছে কিন্তু শেষ নেই
গ এ জীবনের শুরব নেই শেষও নেই
ঘ এ জীবনের শেষ আছে শুরব নেই

১১২. সাব্বির মনে করে আখিরাত বলতে কিছু নেই। তার এ মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ? (প্রয়োগ)
● কুফর খ শিরক গ নিফাক ঘ যুলুম

১১৩. মারুফ আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। এর ফলে সে কী লাভ করবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক ধনসম্পদ খ শান্তি ● জান্নাত ঘ আরাফ

১১৪. প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই আখিরাত বিশ্বাস করতে হবে। এ বিশ্বাসের ফলাফল কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক জাহান্নাম ● জান্নাত গ পৃথিবী ঘ ধন–সম্পদ

১১৫. কোথায় কেউ কখনো আর মারা যাবে না? (জ্ঞান)
ক কবরে খ ইহকালে গ হাশরে ● পরকালে

১১৬. কোন সময় সূর্য খুব কাছাকাছি থাকবে? (জ্ঞান)
ক কবরে ● হাশরে গ পৃথিবীতে ঘ কিয়ামতে

১১৭. হাশর শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ধ্বংস ● সমাবেশ গ শেষ বিচার ঘ মহাপ্রলয়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৮. আখিরাতের প্রথম দুটি পর্যায় হলো— (অনুধাবন)
i. হাশর ii. কবর
iii. কিয়ামত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii ● ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১১৯. পরকালে ভালো কাজের পুরস্কার হলো— (অনুধাবন)
i. জান্নাত ii. জাহান্নাম
iii. বেহেশত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব কামাল বাড়ির পাশে একটি ওয়াজ মাহফিল শুনতে গেলে সেখানে মাওলানা সাইফুল ইসলাম একটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন যে, সেখানে প্রতিটি মানুষের আমল ওজন করা হবে তারপর তাদের জন্য পুরস্কার নির্ধারিত হবে।

১২০. অনুচ্ছেদে মাওলানা সাইফুল ইসলাম কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন? (প্রয়োগ)
● হাশর খ সালাত গ হজ ঘ সাওম

১২১. উক্ত বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বিচার হবে— (উচ্চতর দৰতা)
i. পুরস্কার দেওয়ার জন্য ii. শাস্তি প্রদানের জন্য
iii. ভালোবাসার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৮ : আকাইদ ও নৈতিকতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২২. আকাইদ–এর প্রথম বিষয় কোনটি? (জ্ঞান)
● তাওহিদ ⓚ রিসালাত ⓖ আখিরাত ⓘ নৈতিকতা

১২৩. আকাইদের বিশ্বাসসমূহ মানুষকে কী শিক্ষা দেয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ চলাফেরা ⓚ ইতিহাস ● নৈতিকতা ⓘ দর্শন

১২৪. কে সকল ক্ষমতার অধিকারী? (জ্ঞান)
ⓚ শয়তান ⓚ নবি ● আলাহ ⓘ ফেরেশতা

১২৫. নৈতিকতা অর্জনে কীসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আকাইদ ⓚ কালিমা ⓖ রিসালাত ⓘ ফরয

১২৬. আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক কেমন? (জ্ঞান)
ⓚ মোটামুটি ⓚ খারাপ ● গভীর ⓘ ভালো

১২৭. ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ রিসালাত ● আকাইদ ⓖ তাওহিদ ⓘ কালিমা

১২৮. মানুষ ভালো কাজ করে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ দুনিয়ার লোভে
ⓚ টাকাপয়সার আশায়
● আখিরাতের সফলতা ও শান্তির আশায়
ⓘ প্রভাব প্রতিপত্তির আশায়

১২৯. খারাপ গুণাবলির মানুষকে সবাই কী করে? (জ্ঞান)
ⓚ ভালোবাসে ● ঘৃণা করে
ⓖ সমালোচনা করে ⓘ ভয় করে

১৩০. কোন মানুষকে কেউ ভালোবাসে না? (জ্ঞান)
● চরিত্রহীন ⓚ আমানতদার ⓖ সত্যবাদী ⓘ কালো

১৩১. নীতিহীন মানুষ কীসের শামিল? (জ্ঞান)
ⓚ বৃক্ষের ⓚ সালের ● পশুর ⓘ সাপের

১৩২. নৈতিকতার অনুশীলন কোথায় করা উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
● দুনিয়ায় ⓚ আখিরাতে ⓖ কবরে ⓘ জান্নাতে

১৩৩. কোনটির প্রতি বিশ্বাস আকাইদের অন্যতম অংশ? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আখিরাত ⓚ ইহকাল
ⓖ নৈতিকতা ⓘ রিসালাত

১৩৪. মানুষ আখিরাতে বিশ্বাসের সাথে কীসের অনুশীলন করে থাকে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ তাওহিদ ⓚ আকাইদ
● নৈতিকতা ⓘ রিসালাত

১৩৫. নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষকে সমাজে সবাই কী করে? (জ্ঞান)
ⓚ অবজ্ঞা করে ⓚ ঘৃণা করে
ⓖ শাস্তি দেয় ● ভালোবাসে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৬. আকাইদ হলো– (অনুধাবন)
i. তাওহিদে বিশ্বাস
ii. সালাতে বিশ্বাস
iii. রিসালাতে বিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৩৭. নৈতিকতার অভাবে মানুষ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মিথ্যা কথা বলে
ii. উপকার করে
iii. প্রতারণা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৩৮. নীতিহীন মানুষ– (অনুধাবন)
i. শিৰা থেকে বিরত থাকে
ii. পরচর্চায় লিপ্ত হয়
iii. দুর্নীতিকে সমর্থন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৩৯. নৈতিকতা মানুষকে পরিণত করে– (অনুধাবন)
i. মিথ্যাবাদী হিসেবে
ii. প্রকৃত মানুষে
iii. সত্যবাদী হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪০ ও ১৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
করিম একটি ইসলামি গ্রন্থ পড়ে জানতে পারে, ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই আকাইদ। সে আকাইদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিশ্বাস করে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে অশ্লীলতা, প্রতারণা, ধোঁকা দেওয়া, পরচর্চা, মিথ্যা ইত্যাদি কাজগুলো থেকে বিরত থাকে।

১৪০. ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় করিমকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ মুশরিক ● মুমিন
ⓖ মুনাফিক ⓘ ফাসিক

১৪১. এরূপ বিশ্বাস ও কর্মের ফলে সে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সফলতা লাভ করবে
ii. জান্নাত লাভ করবে
iii. ধন–সম্পদ লাভ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ তাওহিদের তাৎপর্য

জুমুআর খুতবায় ইমাম সাহেব বললেন, এ পৃথিবীর গাছপালা, তরুলতা, ফুল–ফল সবকিছু একজনই সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

ক. আকাইদ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. তাওহিদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের খুতবায় আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মানুষের উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা'–এ বক্তব্যের আলোকে তাওহিদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আকাইদ শব্দের অর্থ বিশ্বাসমালা।

খ তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ব্যবহারিক অর্থে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর

একত্ব স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। শরিয়তের পরিভাষায় আলরাহ তা'য়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে তাওহিদ বা একত্ববাদ বলা হয়। আলরাহ তা'য়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য, এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ।

গ উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের খুতবায় আকাইদের অন্যতম বিষয় তাওহিদের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসকেই আকাইদ বলা হয়। আর আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। এজন্য মুমিন বা মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহিদ তথা আলরাহ তা'য়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই ইমান বা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। তাওহিদের মূলকথা হলো– আলরাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। কেননা তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। উদ্দীপকে ইমাম সাহেব বলেছেন, এ পৃথিবীর গাছপালা, তরবলতা, ফুল–ফলসহ সবকিছুই একজন সৃষ্টি করেছেন। ইমাম সাহেবের এ কথায় আলরাহর একত্ববাদের বিষয়টিই ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের খুতবায় আকাইদের অন্যতম তাওহিদের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ 'মানুষের উচিত মহান আলরাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা'– উদ্দীপকে উলিরখিত ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু বিদ্যমান, সবকিছুই একটিমাত্র সত্তার ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সবকিছুই সর্বশক্তিমান লা–শারিক আলরাহর সৃষ্টি। অনন্ত আকাশ, বিস্তীর্ণ জমিন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নৰত্র, সাগর–মহাসাগর, পাহাড়–পর্বত, জীবজন্তু, বৃৰ–লতা ইত্যাদি দৃশ্য ও অদৃশ্য যাবতীয় বস্তু একমাত্র আলরাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এসব কিছুর নিরঙ্কুশ মালিক, পালনকর্তা ও নিয়ন্তা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ৮৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তাঁরই অনুগত আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু।' উদ্দীপকেও প্রমাণিত হয় মহান আলরাহ মানুষকে ভালোবেসে তাদের কল্যাণে অসংখ্য নিয়ামতে এ বিশ্বভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত আলরাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

প্রশ্ন– ২ ▶▶ কালিমা তায়্যিবার তাৎপর্য

ধর্মীয় শিক্ষক মাজিদ হোসেন তার ছাত্রছাত্রীদের একটি বিষয় সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আলাহর রাসুল। এ সময় ছাত্র মতিউর এ বাক্য সম্পর্কে জানতে চাইলে স্যার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়ে বললেন– এ বাক্য স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না।

[করাতিটোলা সি এম এস মেমোরিয়াল হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. কালিমা তায়্যিবা অর্থ কী? ১
খ. 'লা ইলাহা–ইল্লাল্লাহ' এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে উলিরখিত বাক্যটি কী–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের উক্ত বাক্য স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না।"– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কালিমা তায়্যিবা অর্থ হলো পবিত্র বাক্য।

খ লা ইলাহা–ইল্লাল্লাহ অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য হতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, পাহাড়–পর্বত, বাঘ, সিংহ, রাজা–বাদশাহ কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় বরং এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালাই হলেন একমাত্র মাবুদ। তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না। এমনকি তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করাও যাবে না।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত বাক্যটি হলো কালিমা তায়্যিবা। উদ্দীপকে ধর্মীয় শিৰক মাজিদ হোসেন তার ছাত্রছাত্রীদের বলেন, আলরাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আলরাহর রাসুল। এ কালিমা তায়্যিবা একটি পবিত্র বাক্য, যা তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এ কালিমার দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ– 'লা ইলাহা–ইলরালরাহ' অর্থ– আলরাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা ইলাহ নেই। আমরা কোনো পাত্রে ভালো কিছু নেওয়ার আগে প্রথমে ঐ পাত্রটি খালি করে ফেলি। যেন ঐ জিনিসটি অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত না হয়। তদ্রূ প তাওহিদে বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন পবিত্র অন্তর, অর্থাৎ প্রথমে অন্তর থেকে সব রকমের ভুল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করতে হবে। দ্বিতীয় অংশ– 'মুহাম্মাদুর রাসুলুলরাহ' অর্থ– মুহাম্মদ (স.) আলরাহর রাসুল। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আলরাহ তা'য়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুল। এ কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অংশ। বস্তুত কালিমা তায়্যিবা ইমানের মূলভিত্তি।

ঘ উদ্দীপকের উক্ত বাক্য তথা কালিমা তায়্যিবা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না। কালিমা তায়্যিবা মহান একটি পবিত্র বাক্য, যা তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। কালিমা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। 'লা ইলাহা–ইলরালরাহ' অর্থ– আলরাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে ইলাহা বা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আলরাহ তা'য়ালা। তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হতে পারে না। 'মুহাম্মাদুর রাসুলুলরাহ' অর্থ মুহাম্মদ (স.) আলরাহর রাসুল। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের পাশাপাশি মহানবি (স.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কালিমা তায়্যিবা ইমানের মূলভিত্তি। এতে কেউ অবিশ্বাস করলে তার ইমান থাকে না। এজন্য সবার কালিমার অর্থ বুঝে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে। উদ্দীপকে আমরা এ বিষয়টি পাই যে, কালিমা তায়্যিবা ইসলামের মূলভিত্তি হওয়ার কারণে তা ব্যতীত কেউ ইমানদার হতে পারে না। আর ইমানদার না হওয়ার কারণে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ৩ ▶▶ কালিমা শাহাদাতের তাৎপর্য

মুহিত ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে তার দাদুর কাছে একটি পবিত্র বাক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তার দাদু বলে এটি ইসলামে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কালিমা তায়্যিবার মতো এটিও বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। এটি তোমার জীবনের জন্য অপরিসীম শিৰা। [এ. কে স্কুল এন্ড কলেজ, দনিয়া, ঢাকা]

ক. কোন বাক্য দ্বারা ইমানের সাৰ্য দেওয়া হয়? ১
খ. কালিমা শাহাদাতে আল্লাহ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? ২
গ. মুহিত তার দাদুর কাছে কোন বিষয়টি জানতে চেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "এটি তোমার জীবনের জন্য অপরিসীম শিৰা"– উক্তিটির তাৎপর্য বিশেরষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কালিমা শাহাদাত দ্বারা ইমানের সাৰ্য দেওয়া হয়।

খ কালিমা শাহাদাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক। তিনি আমাদের রিযিক দেন। প্রতিপালন করেন। আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য, সবকিছুই তাঁর দান।

গ মুহিত তার দাদুর কাছে কালিমা শাহাদাত সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। কালিমা শাহাদাত হলো– আশহাদু আল্ লা ইলাহা–ইলরালরাহু, ওয়াহদাহু, লা শারিকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

উদ্দীপকে মুহিত তার দাদুর নিকট একটি পবিত্র বাক্য তথা কালিমা শাহাদাত সম্পর্কে জানতে চাইলে দাদু বলেন, এটি ইসলামের অন্যতম বাক্য। কালিমা তায়্যিবার মতো কালিমা শাহাদাত বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। সুতরাং মুহিত তার দাদুর কাছে কালিমা শাহাদাত সম্পর্কে জানতে চেয়েছে।

ঘ 'এটি তোমার জীবনের জন্য অপরিসীম শিৰা।'– উদ্দীপকে দাদুর মন্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালিমা শাহাদাত হলো– সাৰ্য দানের বাক্য। অর্থাৎ এ কালিমা দ্বারা ইমানের সাৰ্য দেওয়া হয়। আমরা এ কালিমা উচ্চারণের মাধ্যমে আলৱাহ তা'য়ালার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (স.)–এর রিসালাতের সাৰ্য প্রদান করি।আলৱাহ তা'য়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রব। তিনি আমাদের রিযিক দেন, প্রতিপালন করেন, সুস্থতা দান করেন। অপরদিকে হযরত মুহাম্মদ (স.) আলৱাহ তা'য়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুল। তিনি আমাদের সত্য–মিথ্যার পার্থক্য শিখিয়েছেন। জান্নাতে যাওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, মুহিত তার দাদুর কাছে এ কালিমা শাহাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দাদু এ সম্পর্কে বলেন যে, কালিমা তায়্যিবার মতো কালিমা শাহাদাত বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না এবং এটিও বলেন যে, এটি তোমার জীবনের জন্য অপরিসীম শিৰা। সুতরাং মুহিতের দাদুর এ উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন– ৪ ▶▶ ইমান মুজমাল

সাইফুল ও আলামিন দুই বন্ধু। তারা ইমান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। সাইফুল বলে, দুই প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে একটি হলো সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। সংক্ষেপে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস করা ও আনুগত্য স্বীকার করা। আলামিন বলে, কোনো মানুষ তাঁর আকার–আকৃতির কল্পনা করতে পারে না। তিনি যেমন আছেন সেইরূ প তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে।

ক. ইমান মুজমাল অর্থ কী? ১
খ. ইমান মুজমাল–এর বাংলা অর্থ লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের সাইফুল ও আলামিনের আলোচিত বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্ত বিষয়ের তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমান মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস।

খ ইমান মুজমাল–এর বাংলা অর্থ : আমি ইমান আনলাম আলাহ্র উপর, ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সকল নাম ও গুণসহ। আর আমি তাঁর সকল হুকুম–আহকাম ও বিধি–বিধান গ্রহণ করে নিলাম।

গ উদ্দীপকের সাইফুল ও আলামিন যে বিষয়টি আলোচনা করছিল তা হলো ইমান মুজমাল। ইমান মুজমাল হলো– আমানতু বিলৱাহি কামা হুয়া বি আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামি'আ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সাইফুল ও আলামিন ইমান সম্পর্কিত বিষয় ইমান মুজমাল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাইফুল বলে দুই প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে একটি হলো ইমান মুজমাল তথা সংৰিপ্ত বিশ্বাস। সংৰেপে আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা। আর আলামিন বলে তার আকৃতি কেউ ধরতে পারে না। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের সাইফুল ও আলামিনের আলোচিত বিষয়টি হলো ইমান মুজমাল।

ঘ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়টি তথা ইমান মুজমাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলৱাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস করা ও আনুগত্য স্বীকার করাকে ইমান মুজমাল বলা হয়। এ বাক্য দ্বারা আমরা পুরোপুরিভাবে আলৱাহ তা'য়ালার কর্তৃত্ব ও বিধান স্বীকার করে থাকি। আলৱাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অতুলনীয়। কোনো কিছুই তার তুল্য নয়। তাঁর সত্তা ঠিক তাঁরই মতো। তিনি যেমন আছেন, সেরূ পই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। তিনি সকল গুণের অধিকারী। এসব নাম ও গুণের প্রতিও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত বিষয় তথা ইমান মুজমাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন– ৫ ▶▶ আসমাউল হুসনা

শফিক ও মিলন দুই বন্ধু ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। তারা আলোচনা করছিল যে, মহান আলৱাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। তিনি হাকিম। মানুষের মধ্যে যে গুণ রয়েছে তা যৎসামান্য। কিন্তু আল্লাহপাক অতুলনীয় গুণের অধিকারী। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে হাকিম নামের তাৎপর্য মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত জরবরি।

ক. আসমাউল হুসনা অর্থ কী? ১
খ. 'আল্লাহ মালিক' নামের অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শফিক ও মিলনের আলোচিত বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উলিৱখিত মহান আলৱাহ পাকের নামের তাৎপর্য মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত জরবরি"– বিশেৱষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দর নামসমূহ।

খ আলৱাহ তা'য়ালা সকল কিছুর মালিক। মালিক অর্থ অধিকারী। তিনি আসমান–জমিন, চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র, পাহাড়–পর্বত, গাছপালা, নদী, সাগর সবকিছুর অধিপতি। সকল কিছুই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোনো কিছুই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে না। পশু–পাখি, কীটপতঙ্গের মালিকও তিনিই। পৃথিবীতে বড়–ছোট সকল বস্তুই তাঁর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত।

গ শফিক ও মিলনের আলোচিত বিষয়টি হলো আসমাউল হুসনা। আলৱাহ তা'য়ালা দয়াময়, মহানুভব ও উদার। মহান আলৱাহ যে কত বড় দয়াময়, উদার, ক্ষমাশীল তা অনুমান করতেও পারা যায় না। কেননা তিনি তো অসীম সত্তার অধিকারী। তিনি সকল সৃষ্টির প্রতিই উদার ও মহানুভব। বায়ু, পানি, আলো, চন্দ্র, সূর্য, জীবজন্তু, পাহাড়, নদী, জমিন, আসমান সবই আলৱাহর নিয়ামত। বিনিময় প্রত্যাশা ছাড়া উদারভাবে অকাতরে তিনি সবার প্রতি নিয়ামত বিতরণ করেন। তাঁর মহানুভবতার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। উদ্দীপকের শফিক ও মিলন দুই বন্ধু ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। তারা আলোচনা করছিল যে, মহান আলৱাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। তিনি হাকিম। মানুষের মধ্যে যে গুণ রয়েছে তা যৎসামান্য। কিন্তু আল্লাহপাক অতুলনীয় গুণের অধিকারী। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের শফিক ও মিলনের আলোচিত বিষয়টি হলো আসমাউল হুসনা।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত আলৱাহর গুণবাচক হাকিম নামের তাৎপর্য মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত জরবরি। মহান আলৱাহর অন্যতম গুণবাচক নাম 'হাকিম' যার অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আলৱাহ তা'য়ালা অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, সুদক্ষ, সুনিপুণ ও হিকমতের মালিক। এই মহাবিশ্ব তিনি যেমন সর্বোত্তম দক্ষতার সাথে সৃজন করেছেন, তেমন মহাপ্রজ্ঞা, সুনিপুণ ও সুদক্ষ কৌশলের মধ্যে আবহমানকাল থেকে পরিচালনা করছেন। আকাশের তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, মেঘমালা, নদনদী, বায়ু, আগুন, পানি, ফুল–ফল, বৃক্ষলতা, জমিন, আসমান, জীবন–মরণ, স্বাদগন্ধ ও রূ পরস যেদিকেই আমরা তাকাই সর্বত্রই এক সুন্দর সুনিপুণ কৌশল দেখতে পাই। উদ্দীপকের আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায়, আলাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে হাকিম নামের তাৎপর্য মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত জরবরি।

প্রশ্ন– ৬ ▶▶ রিসালাত

শহিদ তার নানার সাথে একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কথা বলছিল। শহিদ তার নানার কাছে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চাইল। শহিদের নানা বিষয়টি কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে তাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, নবি–রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ক. রিসালাত অর্থ কী? ১
খ. নবি–রাসুল বলতে কাদের বোঝায়? ২
গ. শহিদ তার নানার কাছে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শহিদের নানার বুঝিয়ে দেওয়া বিষয়টি কুরআন হাদিসের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিসালাত শব্দের অর্থ 'বার্তা' বা চিঠি পৌঁছানো।

খ যাঁদের কাছে আসমানি কিতাব আসত তাঁরা হলেন রাসুল এবং যাঁদের কাছে আসমানি কিতাব আসত না তাঁরা নবি। সকল রাসুলই নবি কিন্তু সকল নবিই রাসুল নন।

গ উদ্দীপকের শহিদ তার নানার নিকট রিসালাত সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। রিসালাত অর্থ বার্তা বা চিঠি পৌঁছানো। নবি-রাসুলগণ মহান আলরাহর পৰ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা শরিয়তের বিধানাবলি আলরাহর পৰ থেকে জেনে মানুষকে তা যথাযথভাবে শিখিয়েছেন। যেমন : সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, সত্য কথা বলা, হালাল-হারাম বিবেচনা করে চলা। জীবনের সর্ববেত্রে আখলাকে হাসানার অনুশীলন করে নবি-রাসুলগণের পদাঙ্ক অনুসারী হওয়া ইত্যাদি। উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, শহিদ তার নানার নিকট গুরবত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানতে চেয়েছে। তার নানা বিষয়টি কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে, নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুতরাং, উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শহিদ তার নানার কাছে রিসালাত সম্পর্কে জানতে চেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শহিদের নানা বুঝিয়ে দেন-নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান আলরাহ নানা কারণে পৃথিবীতে নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ মানুষকে আলরাহ পাকের পরিচয় জানিয়েছেন। তাঁরা আমাদের আলরাহ তা'য়ালা ও সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করতেন। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির পার্থক্য নবি-রাসুলগণই শিক্ষা দিতেন। তাঁরা মানুষকে উন্নত ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা জান্নাতে যাওয়ার পথ নির্দেশ করতেন। কীভাবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা যায় সে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা মানুষের নিকট আসমানি কিতাবসমূহ পৌঁছে দিতেন। হাতে-কলমে মানুষকে আলরাহ তা'য়ালার বিধান শিক্ষা দিতেন। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায়, শহিদের নানার উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন- ৭ ▶▶ আকাইদ ও নৈতিকতা

আব্বাস ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে খুবই বিনয়ী। কখনো কারো সাথে ঝগড়া করে না। সে উত্তম চরিত্রবান। অন্যায়, অশ্লীল বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে। কাউকে ধোঁকা দেয় না, মিথ্যা কথা বলে না।

ক. আকাইদ কী? ১

খ. নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আব্বাসের চরিত্রে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ? মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আকাইদ।

খ নৈতিকতা হলো নীতির অনুশীলন। অর্থাৎ কথা ও কাজে উত্তম রীতিনীতির অনুশীলন করা, মার্জিত ও বিনয়ী হওয়া, উত্তম চরিত্রবান হওয়া ইত্যাদি। অন্যায়, অশরীল ও অশালীন বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করাও নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে আব্বাসের চরিত্রে আকাইদ ও নৈতিকতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসগুলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি আকাইদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে সবসময় নীতি ও উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে। অন্যায়-অত্যাচার, অশরীলতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আব্বাস ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে খুবই বিনয়ী। কখনো কারো সাথে ঝগড়া করে না। সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। অন্যায়, অশীল কাজ পরিত্যাগ করে। কাউকে ধোঁকা দেয় না, মিথ্যা কথা বলে না। সুতরাং, উদ্দীপকে আব্বাসের চরিত্রে আকাইদ ও নৈতিকতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ আমি মনে করি, উক্ত বিষয়টি তথা আকাইদ ও নৈতিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আকাইদ হলো ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতা শিৰা দেয়। আকাইদের প্রথম বিষয় হলো তাওহিদে বিশ্বাস। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। তাওহিদের পরই রিসালাতের স্থান। রিসালাত হলো নবি-রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস। নৈতিকতা ও নীতির অনুসরণ মানব জীবনের গুরবত্বপূর্ণ সম্পদ। নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। সে শুধু নিজের লাভ ও কল্যাণই বোঝে। নীতিহীন মানুষও ঠিক তেমনি।

বরং নিজের লাভের জন্য সে অপরের ৰতিসাধন করে থাকে। মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা দেওয়া, পরচর্চা ইত্যাদি তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। ফলে কোনো মানুষই তাকে ভালোবাসে না। অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ সমাজে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে। তাই বলা যায়, নৈতিকতা অর্জনে আকাইদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ৮ ▶▶ আকাইদ

আসলাম ষষ্ঠ শ্রেণির একজন ছাত্র। সে একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী। সে এই ধর্মের সকল মৌলিক বিষয়সমূহ বিশ্বাস করে। সে এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের ইমানকে আরও সুদৃঢ় করে। এছাড়াও তার ধারণা হলো এই মূলনীতিগুলো বিশ্বাসের মাধ্যমে পরকালে সুখলাভ করা যাবে।

ক. ইমান শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আলরাহ তা'য়ালার পরিচয় দাও। ২

গ. আসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে তোমার পঠিত ইসলামের কোন বিষয়টির মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আসলামের এরূ প বিশ্বাসের গুরবত্ব কতটুকু বলে তুমি মনে কর। তোমার পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস।

খ মহান আলরাহ একক সত্তা। তাঁর সমকৰ কেউ নেই। তিনি কারো সন্তান নন। আবার কেউ তাঁর সন্তানও নয়। গুণাবলির দিক থেকেও মহান আলরাহ অদ্বিতীয়। তিনি সকল গুণের আধার। তাঁর গুণাবলির সাথে কোনো কিছুই তুলনা করা যায় না। তাঁর তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

গ আকাইদের বর্ণনা দাও।

ঘ আকাইদের গুরবত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কালিমা তায়্যিবা কীসের মূলভিত্তি?

উত্তর : কালিমা তায়্যিবা তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ আসমাউল হুসনা কাকে বলে?

উত্তর : আল্লাহ তা'য়ালার সুন্দর নামকে একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ আখিরাত কাকে বলে?

উত্তর : মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলা হয় আখিরাত বা পরকাল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক কেমন?

উত্তর : আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ তাওহিদে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর : তাওহিদ বা আল্লাহ তা'য়ালাহর একত্ববাদে বিশ্বাস আকাইদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। পৃথিবীতে সকল নবি-রাসুল (স.) তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সবাই ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কালিমা শাহাদাতের তাৎপর্য কী?

উত্তর : কালিমা শাহাদাতের দ্বারা ইমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। এই কালিমার মাধ্যমে আমরা আলাহ তা'য়ালার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রাসুল। তিনিই আমাদের নিকট আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব কী?

উত্তর : রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অনেক। তাওহিদের পরই রিসালাতের স্থান। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ ইমানদার হতে পারে না। কারণ, নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। অতএব, ইমানের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।